কুইন্সল্যাণ্ড বন্যা দুর্গতদের সাহার্যাথে প্রবাসী চ্যারিটি সংঘঠন সংগ্রহ করল ১০,২২০ ডলার

গত ৩০ জানুয়ারি ২০১১ তে মিন্টো পুলিশ সিটিজেন ইউথ ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল প্রবাসী আয়োজিত- কুইন্সল্যাণ্ড বন্যা দুর্গতদের সাহার্যাথে ত্রাণ গহবিল গঠনের জন্য এক অনাড়ম্বর ডিনার অনুষ্ঠান। স্মরণকালের এই ভয়াবহ বন্যায় যারা নিহত হলেন, যারা হারালেন ঘরবাড়ি সহায় সম্পদ তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করতে এগিয়ে আসলেন ক্যাম্বেলটাউনের বাঙালি কমিউনিটি। যারা জাতিগতভাবে বাঙালি, জন্মগত বাঙালি কিন্ত ইমিগ্রেশনসূত্রে ন্যাচারালইড অস্ট্রেলিয়ান তারাও স্বদেশবাসীর এই দু:খ দুর্দশায় কেঁদে উঠলেন, এগিয়ে আসলেন, সাহায্যের হাত বাড়ালেন। যে দেশে তারা অবস্থান করছে কাজ করছে ছেলেমেয়েদের জন্ম দিচ্ছে পড়াশোনা করাচ্ছে এবং একটি উন্নত দেশের আলোকউজ্বল বর্তমান ও ভবিষ্যতের শরীক হচ্ছে- আজ তারা প্রাণের সাড়া দিয়ে কাধে কাধ মেলালেন কুইন্সল্যাণ্ড বন্যা দুর্গতদের পাশে। এটি কোনো দায়িত্ব ছিল না, ছিল না কোনো কর্তব্যের টান। শুধুমাত্র ভালোবাসা আর নীতিগত নৈকট্যের কারণেই বাঙালি সাহায্যের হাত বাড়ালেন। তারা প্রমাণ করলেন বাঙালি শুধু গ্রহণ করে না ভোগ করে না বাঙালি ফিরিয়ে দিতে জানে যদি সুযোগ আসে ডাক আসে।

সন্ধ্যা সাতটায় অতিথিদের আগমন আর তরুণ তরণীদেও প্রাণ চাঞ্চ্যলে বিরাট হলরুম সরগম হয়ে ওঠে, আলোকিত হয়ে ওঠে । প্রবাসী আয়োজকদের প্রতিবেদন উপস্থাপনার মাধ্যমে শুরু হয় অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন ক্যাম্বেলটাউন এলাকার মাননীয় ফেডেরেল এম পি মি: লওরি ফার্গুসন এবং বাংলাদেশ হাইকমিশনার লে: জেনারেল মাসুদ উদ্দিন আহমেদ। কারা এই প্রবাসী? প্রবাসী হল বাংলাদেশী-অস্ট্রেলিয়ান তরণীদের দিয়ে পরিচালিত একটি চ্যারিটি সংঘ। যারা প্রধানত বাংলাদেশের দুস্থ মানবতার সাহায্যে এগিয়ে আসেন। তাদের উল্লেখযোগ্য চ্যারিটি কাজের মধ্যে আছে- বাংলাদেশের এসিড ও ক্যান্সার ভিকটিম, সিডর সাইক্লোন আক্রান্ত মানুষদের সাহায্যে তহবিল গঠন এবং চিক্যিসার ব্যবস্থা। তারা আর একটি বিশাল প্রকল্প হাতে নিয়েছে যার মাধ্যমে তারা ফিস্টুলা সমস্যা জনিত অল্প বয়স্ক মেয়েদের সুস্থ জীবন ফিরিয়ে দেয়ার জন্য ৫০০০ ডলার সংগ্রহ করছে এবং ইতোমধ্যে ২৫ জন নারীর চিকিৎসা করেছে।

এই চ্যারিটি ডিনার অনুষ্ঠানে প্রবাসী আয়োজকেরা ১০২২০.০০ ডলার সংগ্রহ করতে পেরেছে। ওরা এই অর্থ চেক আকারে ভিক্টোরিয়ার প্রেমিয়ার ডিজাসটার রিলিফ আপিল ফাণ্ডে দেয়ার জন্য মাননীয় ফেডারেল এম পি লওরি ফার্গসনের কাছে গত ১১/০২/২০১১ হস্তান্তর করেছে।

গ্রীস্মের তীব্র গরম, আলোর স্বপ্লতা আর মাইকিং ত্রুটি থাকা সত্বেও প্রবাসীদের এই অনুষ্ঠান-কুইন্সল্যাণ্ড বাসীদের সাথে একাত্মবোধ তথা মানবতার কল্যানে এগিয়ে আসা ক্যাম্বেলটাউন বাঙালিদের মনে অম্লান সন্ধ্যা হয়ে জ্বললো।

সাঈদ ইমরুল কায়েস
নিজস্ব সংবাদদাতা
ক্যাম্বেলটাউন